দৈনিক ইনকিলাব

141

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

পরীক্ষায় নকল

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতাই দায়ী

।। সাকির আহমদ ।।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে আসছে। নকল, গনটোকা-টুকি এবং বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রবণতা সামান্যতম কমেনি। ১৯৭১ সালের আগে ততকালীন সময়েও পরীক্ষায় নকল হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ের মত এতো খোলামেলাভাবে হয়নি। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সম্প্রতি তাদের এক রিপোর্টে নকলের ব্যাপারে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করেছেন।

প্রশাসনিক দুর্বলতা

দেশে পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। কমিটির মতে প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যে পরীক্ষার্থীরা নকল করে পাস করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সাথে সাথে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মনোযোগী না হয়ে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এ থেকে মোটা অংকের টাকা আয় হওয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায়ের বিস্তর সুযোগ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যরত, শিক্ষকরা নকল করা দেখেও বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যান। এর জন্যে প্রশাসনিক দুর্বলতাই দায়ী।

রাজনৈতিক অস্থিরতা

সনাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলেও রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে না। এর সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রবেশ করে শিক্ষার

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

পরীক্ষায় নকল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশকে নষ্ট করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার পরিবর্তে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে অন্যায়ভাবে ফায়দা লুটায় মেতে রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত রাখার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সমর্থনে ছাত্রদেরকে দিয়ে ছাত্র সংগঠন করে নেয়। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি আন্দোলনের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলীয় সমর্থকদের মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটে। এই অস্থিরতার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে না হওয়ায় পরীক্ষার সময় তারা গণটোকা-টুকির আশ্রয় নেয়। এ থেকেই শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির পরিবর্তে দিন দিন অবনতিই ঘটছে।

নিম্নমানের শিক্ষাদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের শিক্ষাদান বর্তমানে একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাসে দায়সারা গোছের পড়ানোর প্রবণতা পরীক্ষার নিয়মনীতি লংঘন করতে ছাত্রদেরকে বাধ্য করে। এর পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, শিক্ষক সমাজে সততার অভাব এবং যেখানে সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন গোটা দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে একটি অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

প্রাইভেট কোচিং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে প্রায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রাইভেট কোচিং-এর দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ক্লাসে নামমাত্র পড়ানো হয়। কোচিং-এর কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আয় করে থাকেন শিক্ষকরা। যেসব ছাত্র-ছাত্রী কোচিং ক্লাসে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে তারাও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বণ্ডসই, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায় হস্তক্ষেপে পাসের অযোগ্য যারা তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। লেখাপড়া না করে হলে বসে নকল করে সেসব ছাত্ররা পাস করতে চায়। অনেকক্ষেত্রে নকল করার অপরাধে হল থেকে পরীক্ষার্থীদেরকে বহিষ্কার করা হয়। বাইরের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রের উদাসীন্যতার জন্যে প্রায়ই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ ছাড়াও পরীক্ষার্থীর আত্মীয়-স্বজনরা বাইরে থেকে নকল সরবরাহ করে থাকে।

পদ্ধতি উন্নয়ন

দেশে পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের স্বার্থে স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকার জন্যে শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষিত লোক মতামত রেখেছেন। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র মূল্যায়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ নিয়োগের পূর্বশর্ত হওয়া বলে শতকরা ৮৫ জন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের মতামতের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

সুপারিশমালা

পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা, পদ্ধতি উন্নয়নসহ নকল প্রবণতা বন্ধের জন্যে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেছেন। প্রথম শর্ত হিসেবে প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির ছায়া থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠানে তদ্বিরের মাধ্যমে টিকে আছেন তাদেরকে অপসারণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। অথচ এ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরী বলে কমিটি উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যদা ও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রত্যেককে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কোন জায়গায় হুট করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা থেকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরত থাকা উচিত। কেননা অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র পরিণত হয় অবাধ নকলের আখড়ায়। এর সাথে স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন রোধ করার জন্যে কঠোর না হলে কোনভাবেই এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

উপসংহার

একদিকে শিক্ষকেরা যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া আধুনিক ও সময়োপযোগী না করেন তাহলে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। সরকার যদি শিক্ষকের সামাজিক অবস্থান দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না করেন, তাহলে শুধুমাত্র পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন আশা করা বৃথা বলে কমিটি তাদের রিপোর্টে মত প্রকাশ করেছেন।